আইসজিরে ঐতহিাসকি রায়ে স্বস্তি রোহঙ্গিা শবিরিে, ক্যাম্প পরদির্শনে জাতসিংঘ সভাপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খললিুর রহমান

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 20 November 2026, 01:51 PM | বভিাগ: জাতীয়



ময়িানমাররে বরিুদ্ধে রোহঙ্গিা গণহত্যার মামলায় আন্তর্জাতকি বচিার আদালতরে (আইসজিে) রায় ঘোষণার পরদনি কক্সবাজাররে উখয়িায় রোহঙ্গিা শরণার্থীশবিরি পৌঁছছেনে জাতসিংঘরে সাধারণ পরষিদরে সভাপতি ও বাংলাদশেরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খললিুর রহমান।

আদালতরে রায়কে নজিদেরে ওপর সংঘটতি অপরাধরে আন্তর্জাতকি স্বীকৃতি হসিবেে দখেছনে রোহঙ্গিারা। তবে আইনি স্বীকৃতরি পাশাপাশি তাদরে কাছে এই রায়রে সবচয়েে বড় প্রত্যাশা, নজি দশেে ফরোর পথ খুলে যাওয়া।

শুক্রবার (২০ নভম্বেরে) সকাল পৌনে ৯টার দকিে তনিি উখয়িার ৪ নম্বর রোহঙ্গিা ক্যাম্পে পৌঁছান। এ সময় রোহঙ্গিারা তাকে স্বাগত জানান। সফরকালে তনিি রোহঙ্গিাদরে সঙ্গে সরাসরি কথা বলনে এবং তাদরে দুর্ভোগ, নরিাপত্তাহীনতা ও প্রত্যাবাসনরে আকাঙ্ক্ষার কথা শোননে।

ক্যাম্প পরিদর্শনকালে খলিলুর রহমান বলেন, সকালে আমি একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দিনে এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তে ক্যাম্পে এসেছি। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা সংঘটনের বিষয়ে রায় দিয়েছেন। আদালতের ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

রোহিঙ্গাদের কাছে আইসিজের রায় কেবল একটি আইনি সিদ্ধান্ত নয়, বরং দীর্ঘদিনের নিপীড়ন ও বাস্তুচ্যুতির অবসানের সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক নতুন প্রত্যাশা। তাদের বিশ্বাস, এই রায় মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াবে। তবে নিজ দেশে ফিরতে হলে নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা, চলাচলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দপ্তরের তার এ বক্তব্যের সময় রোহিঙ্গাদের কাছে আইসিজের রায়ের গুরুত্বও নতুন করে সামনে আসে। তাদের কাছে এ রায় শুধু গণহত্যার বিচার বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় নয়, বরং নিজ দেশে ফেরার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের আশার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) রায় ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। ২০১৯ সালে গণহত্যা সনদের আওতায় গাম্বিয়া মামলাটি দায়ের করে। রায়ের পরদিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সফরের তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে শুক্রবার তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেন। এর আগে খলিলুর রহমান রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের হাই রিপ্রিজেন্টেটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা, আইসিজের রায়ের ফলে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে এবং নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পথ তৈরি হবে। তাদের মতে, নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না করে প্রত্যাবাসন শুরু হলে তা স্থায়ী সমাধান হবে না। তারা এমন পরিবেশে ফিরতে চান, যেখানে নিজেদের পরিচয় ও অধিকার নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন।

ইউনাইটেড কাউন্সিল অব রোহিঙ্গার (ইউসিআর) সভাপতি কিনি মং জানান, বাংলাদেশ সরকার ও এ দেশের মানুষ তাদের আশ্রয় দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। এ জন্য তারা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তারা চিরদিন ক্যাম্পে থাকতে চান না। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মিয়ানমারে নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়া। এ জন্য নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা, চলাচলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির সফরকে স্বাগত জানিয়ে কিনি মং বলেন, খলিলুর রহমান আগে

রোহঙ্গিা ইস্যুতে বাংলাদশেরে প্রতনিধিি হসিবেে কাজ করছেনে। এবার জাতসিংঘরে সাধারণ পরষিদরে সভাপতি হসিবেে তনিি রোহঙ্গিাদরে দুর্ভোগ, মানবকি সংকট ও প্রত্যাবাসনরে আকাঙ্ক্ষার কথা আন্তর্জাতকি সম্প্রদায়রে কাছে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরবনে বলে আশা করছি।

রোহঙ্গিাদরে ভবষি্যৎ নয়িে সদ্ধিান্ত গ্রহণরে ক্ষত্রেওে তাদরে নজিদেরে মতামত ও প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দওেয়ার আহ্বান জানান এই রোহঙ্গিা নতো। তার মত,ে প্রত্যাবাসন হতে হবে নরিাপদ, স্বচ্ছোমূলক ও মর্যাদাপূর্ণ। নজি দশেে ফরিে গয়িে নাগরকি হসিবেে অধকিার নয়িে বচেঁে থাকার নশি্চয়তাই রোহঙ্গিাদরে প্রধান চাওয়া।

দীর্ঘদনি ধরে কক্সবাজাররে উখয়িা ও টকেনাফরে বভিনি্ন আশ্রয়শবিরিে বসবাস করছনে ময়িানমার থকেে বাস্তুচ্যুত রোহঙ্গিারা। নজি দশেে ফরোর অপক্ষোয় দনি কাটলওে নরিাপত্তা ও নাগরকিত্বরে নশি্চয়তা না থাকায় প্রত্যাবাসন এখনো অনশি্চতি। আইসজিরে রায়রে পর নতুন করে আশার কথা বলছনে তারা। এখন আন্তর্জাতকি সম্প্রদায়রে কার্যকর উদ্যোগে সইে প্রত্যাশা পূরণ হয় কি না, সদেকিইে তাকয়িে রোহঙ্গিারা।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।